তারিখ 17 MAY 1994

বাজেটে শিক্ষা খাতে ৩ হাজার ৩শ' কোটি টাকা

নূর মোহাম্মদ

চলতি অর্থবছরের মতো আগামী '৯৪-৯৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেও শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ থাকছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে এ বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার তিন শ' কোটি টাকা হতে পারে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদিত আগামী অর্থবছরের জন্য প্রণীত ১৩ হাজার ৬ শ' কোটি টাকার খসড়া উন্নয়ন বাজেটে (এডিপি) শিক্ষা খাতে সর্বাধিক এক হাজার ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুরূপ রাজস্ব বাজেটেও সর্বাধিক দুই হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে আভাস পাওয়া গেছে।

চলতি '৯৩-৯৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে প্রাক্কলিত বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে— দুই হাজার ৭২৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ এক হাজার ৮২৬ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৯০২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। পূর্ববর্তী '৯২-৯৩ অর্থবছরেও শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ ছিল। সংশোধিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল দুই হাজার ২৭৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা। বাকি ৬০৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা ছিল উন্নয়ন বাজেটে। এর আগে' ৯১-৯২ অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটেও শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ ছিল এক হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। তিন বছরে শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়েছে।

আগামী বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ ছাড়াও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী আরও জোরদার করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগকারীর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে 'খাদ্যের

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

বাজেটে

(প্রথম পাতার পর)

বিনিময়ে শিক্ষা' শীর্ষক এই পাইলট প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের বাজেটে নতুনভাবে সংযোজিত হয়। চলতি অর্থবছর এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে একলাখ টন গম বরাদ্দ ছিল। আগামী অর্থবছরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এ খাতে আড়াই লাখ টন গম বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

দাতাগোষ্ঠীর মূল্যায়নে— বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জনসংখ্যা। দেশটির জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যাপক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব অন্তরায়ের জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ড পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দাতাগোষ্ঠীর মূল্যায়নমতে শিক্ষায় অনগ্রসরতা এর প্রধান কারণ। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল দেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে আরও গতিশীল করার ব্রত গ্রহণ করেছে। অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই গত তিন বছর ধরে সরকার শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ সর্বাধিক রাখছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে উল্লেখ করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামীণ পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে মেয়েদের শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার প্রস্তাব রয়েছে। নারী বিষয়ক মাধ্যমিক শিক্ষা সহায়তা শীর্ষক যে প্রকল্প ইতোপূর্বে হাতে নেয়া হয়েছে, আগামী অর্থবছরে তা আরও সম্প্রসারিত করা হবে। সম্প্রসারিত করা হবে বৃত্তিমূলক কর্মসূচীর। চলতি অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৭২৮ কোটি টাকার মধ্যে ১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিদ্যালয় ভবনগুলোর সংস্কারের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩২৭ কোটি টাকার। আগামী অর্থবছরের বাজেটে এসব কর্মসূচী আরও জোরদার করার প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে প্রস্তাব রয়েছে চলতি অর্থবছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার কাজ আগামী অর্থবছরে দ্বিগুণ করার।